পাঠ প্রতিক্রিয়া বিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

দ্বিতীয় সংখ্যা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

পাঠ প্রতিক্রিয়া বিষয়ক সাময়িকী-

প্রেক্ষা

দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদনা

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সম্পাদনা সহযোগী

আল ইমরান

বোরহান উদ্দিন রব্বানী

সুলতানা ইয়াসমিন

উম্মে সালমা নিঝুম

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২০

“শাশ্বত সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা”

<u>*উৎসর্গ*</u>

করোনাকালে

মানব সেবায় নিবেদিত

প্রতিজন

চিকিৎসক ও নার্স।

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষার প্রথম *পাঠ প্রতিক্রিয়া* বিষয়ক সাময়িকী ***'প্রেক্ষা'*** । সূচনা সংখ্যাটির ব্যাপারে পাঠককুলের আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করেছে। সে মুগ্ধতার অর্ঘ্য স্বরূপ পাঠক-বন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছি প্রেক্ষার ***'দ্বিতীয় সংখ্যা'*** ।

প্রচলিত অর্থে ***'বুক রিভিউ'*** বলতে যা বুঝায় আমাদের ***'পাঠ প্রতিক্রিয়া'*** তা নয়। বুক রিভিউতে বইয়ের আকর্ষণীয় কিছু অংশ তুলে ধরে বইটি পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রকাশকগণ বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্যেও এরকম *'রিভিউ কন্টেন্ট'* তৈয়ার করে থাকেন।

আমরা পাঠ প্রতিক্রিয়া পরিভাষাটিকে আরেকটু ওজনদার মনে করি। পাঠ প্রতিক্রিয়ায় পাঠক নির্দিষ্ট কোন বইয়ের ব্যাপারে নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করবেন। এই ভালো-মন্দের পরিসরে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, সাহিত্যরুচি ইত্যাদির সবক'টিই বিরাজমান থাকবে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে পাঠ প্রতিক্রিয়ায় বইয়ের সমাপ্তি বা মূল চরিত্রের পরিণতিও জরুর আসতে পারে; প্রচলিত বুক রিভিউতে যা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের নিয়মিত পঠন কর্মসূচি *'পড়ুয়া-১১'* এর নির্ধারিত বই ***'হাত বাড়িয়ে দাও'*** । বইটির পাঠ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রেক্ষার চলতি সংখ্যাটি। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

নির্ধারিত বই

বই: **হাত বাড়িয়ে দাও**

লেখক: ওরিয়ানা ফাল্লাচি

অনুবাদক: আনু মুহাম্মদ

ধরণ: নারী বিষয়ক

প্রকাশনা: সংহতি

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০১

-শাকিল আহমেদ

"প্রতি বিন্দু আনন্দের জন্য জীবনকে কঠোর মূল্য দিতে হয়"। সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, আনন্দ এরকম বিষয়গুলো সবসময় আপেক্ষিক হয়। কেউ কেউ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েও শান্তির ঘুম ঘুমায়, আবার অনেকে অনেক দামি বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে পারে না।
মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই শুরু হয় হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা। সেই বিদ্বেষের শিকার যে শুধু নারীরা, বিষয়টি তেমন নয়, পুরুষরাও বিদ্বেষের শিকার হয়। আমরা জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে চলতে পছন্দ করি। কিন্তু এমনটা হওয়া মোটেও উচিত না। ওরিয়ানা ফাল্লাচি তাঁর লেখা 'লেটার টু আ চাইল্ড নেভার বর্ন' বইয়ে সমাজের এমন কিছু চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। তিনি 'স্বাধীনতা' এবং 'ভালোবাসা' এই শব্দ দুটিকে বহুল ব্যবহৃত ও বহুল প্রতারিত শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত আমরা কেউই স্বাধীন নই। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমরা ইচ্ছা করলেই সবকিছু করতে পারি না, আমাদের রয়েছে সীমাবদ্ধতা।

পৃথিবীর মানুষ লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতার কারণে পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। স্বার্থের কারণেই আমরা তেলা মাথায় আরো তেল দিতে পছন্দ করি। ধনী ব্যক্তিকে আমরা দামি উপহার দেই, মূলত সেই উপহার তাঁর প্রয়োজন নয়। দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করা হয়।
নারী কোন ভোগের বস্তু নয়। "পৃথিবীতে যা কিছু চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। নারী ও পুরুষ উভয়েরই রয়েছে সমানভাবে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার। যখন কোন নারী ধর্ষিত হয় তখন আমরা ধর্ষকের চেয়ে ধর্ষনকৃত নারীরই দোষ খোঁজার চেষ্টা করি বেশি। ধর্ষক সমাজে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়, আর ধর্ষিতাকে বরণ করতে হয় হাজারো বঞ্চনা।

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভোগবাদ পরিহার করে ত্যাগের মহিমায় সকলকে মহিমান্বিত হতে হবে। বইয়ের একটি লাইন দিয়ে শেষ করছি, "নিষ্ঠুরতম, সবলতম, হৃদয়হীন ব্যক্তিরাই সবক্ষেত্রে বিজয়ী হয় - এ সত্য আমি যেভাবে জেনেছি সেভাবে যেন তোমার কোনদিন জানতে না হয়।"

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০২

-জান্নাতুল আসমা

গল্পে কথক একজন গর্ভবতী মা। যিনি কল্পনায় তার গর্ভের সন্তানের সাথে কথা বলেন। এখানে একজন গর্ভবতী মায়ের মাধ্যমে লেখক দুনিয়ার কাঠিন্যতা, সংগ্রাম, পরাধীনতা, বৈষম্য তুলে ধরেন। আর তুলে ধরেন একটি শিশু সদ্য জন্ম নিলে তার জন্য এ জগৎ কতটা কষ্টের আর সংগ্রামের হতে পারে। কিন্তু জগৎ কি শুধুই বিষণ্নতার? শুধুই হতাশার?

কথকের জবানে লেখক বলছে, 'আগামীকাল বলতে কিছু নেই'। যদি জীবন থেকে কোন আশা না রাখে তাহলে মানুষ বাঁচবে কীভাবে? লেখকের সৃষ্ট মা কল্পনায় তার সন্তানের কাছে শুধু দুনিয়ার পাষাণতর দিকটা তুলে ধরেছেন। জীবনে সুখ-দুঃখ পাশাপাশি অবস্থান করে। কিন্তু কথক শুধু দুঃখকে পরম সত্য আর সুখ, আশা, ভালাবাসাকে নিরেট মিথ্যে হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কথক ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সেটা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে আমার মনে হয়েছে লেখক স্বাধীনতা আর কর্তব্যের মাঝে কিছুটা গুলিয়ে ফেলেছেন। কর্তব্য পালনকে 'শেকল পরানো' উপমা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমি এখানে একজন স্বেচ্ছাচারী ও আত্মকেন্দ্রিক কথককে দেখতে পেয়েছি। স্বেচ্ছাচারী বলছি কারণ তিনি স্বেচ্ছায় তার ভ্রণকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে নিজের কার্যক্রম দ্বারা স্বেচ্ছায় এটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত তার আবেগ মিশ্রিত কথাবার্তা আমাকে তেমন নাড়া দেয়নি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৩

-আল ইমরান

'হাত বাড়িয়ে দাও' একজন অবিবাহিত নারী আর তার ভুমিষ্ঠ না হওয়া আত্মজের সাথে আলাপচারিতার ঢঙে রচিত একটি বই। যেখানে লেখক একজন অবিবাহিত মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নারীর প্রতি সমাজের অনিশ্চয়তা, অসঙ্গতিগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এ বইটির মূল নাম - 'লেটার টু আ চাইল্ড নেভার বর্ন'। লেখক ওরিয়ানা ফাল্লাচি আর বইটি অনুবাদ করেছেন- আনু মুহাম্মদ। অনুবাদক হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

আমি নারীবাদী কিনা জানি না, (নারীবাদ বুঝিও না) তবে আমি নারী অধিকার সচেতন। আসলে আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, ব্যক্তির অধিকার নিয়ে সচেতন, আর শুধু আমাদের সমাজেই নয় পুরো বিশ্বেই নারীরা কেমন যেন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে কম, বরং পুরুষের অধীনস্ত কেউ বলেই বেশি বিবেচিত। তাই নারীর ন্যায্য অধিকার আমাকে ভাবায়। আমি বহির্বিশ্বের কথা না বলে যদি আমাদের দেশ বা উপমহাদেশের কথা বলি - শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কর্মজীবী কি গৃহিনী, ধনী কি গরীব নারীরা আসলে সবসময়ই নির্যাতিত। সেটা শারীরিক হোক কিংবা মানসিক। এমন কোন পরিবার আছে কি যেখানে নারীকে কথা দিয়ে নির্যাতন করা হয় না? কবর কবিতার একটা লাইন - "হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে" কোন নারীকে তার বর কখনো কি নিজের অধীনস্ত না ভেবে অংশীদার ভেবেছে? -কখনো না।

অথচ, "কোন কালে একা হয়নি'ক জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী"। সমাজের অন্যদের কথা বাদই দিলাম, সব সন্তানেরাই তাদের বাবার সামনে অতীব বিনয়ী, কাচুমাচু হয়ে থাকে; আর মান অভিমানে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গলা উঁচিয়ে কথা বলে মায়ের সাথেই (আমিও তার ব্যাতিক্রম নই) হয়তো তিনি নারী বলেই... আমাদের নারীরা এতই লক্ষ্মী যে পারিবারিক কিংবা সামাজিক অসদাচরণগুলো তারা নিজেদের চোখের জল আঁচলের কাপড় দিয়ে মুছে নীরবে নিজের কাজটুকু করে যায়।

নারীর প্রতি সমাজের সহিংসতার কথা বলে শেষ করা যাবে না, সেটা কোন অংশে মহাভারত থেকে কম হবে না বরং কয়েকটা মহাভারত রচনা করা যাবে। পুরুষ-নারী নির্বশেষে সবাই যদি নারীদের প্রতি পরস্পর পরস্পরের একটা ভালবাসার ও নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলেই মনে হয় নিশ্চিত হবে নারীর ন্যায্য অধিকার। তাই সবার নিকট প্রত্যাশা - 'হাত বাড়িয়ে দাও' ।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৪

-উম্মে সালমা নিঝুম

উপন্যাসটা শুরু হলো এই শঙ্কা নিয়ে- "তোমার অস্তিত্বের এই আকস্মিক ঘোষণা আমাকে অভিভূত করল, বিস্মিত করল এবং বিদ্ধ করল একটি বুলেটের মতো। এক অজানা ভীতি আমার সারা শরীরে, সমসত্তায়।"

একজন নারীর বিবাহপূর্ব সন্তান জন্ম দেয়ার যে বিড়ম্বনা, সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এক মায়ের তার সন্তানদেরও ভবিষ্যৎ বা দারিদ্র্য ও সংগ্রামের এই পৃথিবীতে টিকে থাকার যে ভয় তা ওরিয়ানা ফাল্লাচি তার Letter to a Child Never Born নামের বইটিতে একজন মায়ের তার অনাগত সন্তানদের সাথে কাল্পনিক কথাবার্তার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে উঠা ভ্রুণের সাথে তিনি কথা বলতে থাকেন সমাজ সংসার, মানুষের দৃষ্টিকোণ, মেয়ে হয়ে জন্মালে কী কী শোষণ, নির্মমতা, বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা নিয়ে। তিনি ভ্রুণটিকে তিনটি গল্প শুনান যার প্রতিটি ছিল তার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া শোষণ ও বঞ্চনার ঘটনা । শেষ পর্যন্ত গর্ভাবস্থায় ভ্রুণটি নষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাসে আমার পছন্দের লাইনটি হল- "বিজয়ের চেয়ে বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর, গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে যাত্রাপথ অনেক সুন্দর।"

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৫

-মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সৃজনে একধরণের আনন্দ আছে। আছে চমৎকার সুখানুভূতি। কামার থেকে চিত্রশিল্পী সবাই এ সুখ লাভ করে। হোক না তা লোহার বটি কিংবা বিখ্যাত তৈলচিত্র।

একজন কৃষক যে মততায় ধান আর ধানি জমি স্পর্শ করেন, তা আমরা বুঝবো কী করে!

সৃষ্টি জগতের সবচে' উন্নততর সৃষ্টি হচ্ছে হোমো-স্যাপিয়েন্স, মানে মানুষ।

এই মানুষকে পৃথিবীর আলো বাতাসে নিয়ে আসার যে চ্যালেঞ্জিং সফর, তা নিশ্চিতভাবেই সৃষ্টির অপার রহস্যেঘেরা। এই সফরে আপোষহীন মুসাফির হলেন প্রত্যেকটি 'মা'। আমাদের 'মায়েরা'।

'হাত বাড়িয়ে দাও' আদতে সেই সফরের খন্ডচিত্র। নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানের সাথে একজন মায়ের সফরকালীন আলাপ। শঙ্কা, দ্বিধা, প্রত্যাশা ও উপদেশে ভরপুর। লেখকের নারীবাদী পরিচয়টি মাথায় রেখে বইটি পড়লে কিছু বিষয়ে পাঠকের যে অস্বস্তি তৈরি হবে, তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

ভ্রুণ হত্যা যদি খুন হয়, তবে এ বইয়ে মা নিসন্দেহে 'খুনি'। প্রচলিত নারীবাদী মনন মাতৃত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ মাতৃত্ব গায়ের জোরে কিংবা যুক্তির মারপ্যাঁচে জেতার কোন বিষয় নয়, এটা নিরেট বায়োলজি। সাথে নিখাদ মততা, ভালোবাসা আর তৃপ্তির মিশ্রণ।

বইটি নিঃসন্দেহে চমৎকার। সামাজিক বেশ কিছু অসঙ্গতি আলাপের ঢঙে লেখক তুলে ধরেছেন। অনুবাদটি সুখপাঠ্য বিধায় অনুবাদককে আমরা ধন্যবাদ দিতেই পারি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৬

-জান্নাতুল সাদিয়া পুষ্প

‘হাত বাড়িয়ে দাও’ ওরিয়ানা ফাল্লাচির রচনাগুলোর মধ্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। মাত্র ৫৫ পৃষ্ঠার বইটি প্রথম যখন পড়েছিলাম একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ‘বইটিতে’ একজন মা তাঁর অনাগত সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলে গেছেন জীবনের কথা, কঠিন বাস্তবতার কথা। বর্ণনা করেছেন, এই জরাগ্রস্ত, হানাহানিপূর্ণ, বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীর দুর্বিষহ রূপ। মা সবসময় বিশ্বাস করতেন, ‘শূন্যতার চাইতে কিছু না কিছু সবসময়ই ভালো।’ হয়তোবা, এরই প্রেক্ষিতে উপন্যাসের শেষে, ভ্রূণের মৃত্যুতে দেখা যায় মায়ের আকুল আবেদন, ‘হাত বাড়িয়ে দাও’।

‘বইটিতে’ অনাগত সন্তানকে উদ্দেশ্য করে মায়ের বলা যে কথাগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে-

“*ব্যক্তি* শব্দটি চমৎকার। কেননা, এই শব্দে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। তুমি হয়তো জানো, হৃদয় এবং মস্তিষ্কের কোনো নারী-পুরুষ ভিন্নতা নেই, ব্যবহারেও নয়।”

“আমি এখনো বুঝি না ভালোবাসা কী? এখন মনে হয় এটি একটি বড় ধরণের তামাশা, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, অশান্ত পৃথিবীতে তাকে শান্ত রাখার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে।”

“স্বাধীনতার কোনো অস্তিত্ব নেই এটি একটি স্বপ্ন যা তোমার এখনকার অস্তিত্বের মধ্যে সংগোপনে জন্ম নিচ্ছে। এ পৃথিবীর চেয়ে এখন তোমার স্বাধীনতা অনেক বেশি। তুমি এখনো জানো না,দাসত্ব কী, বাইরে এলে তাও তোমাকে বুঝতে হবে মর্মে মর্মে।”

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৭

শাহীনুর আক্তার শাহীন

আকারে ছোট হলেও খুব গভীর বই। গ্রামবাংলায় মরিচ নিয়ে একটা প্রবাদ আছে যেটা এই বইটার ক্ষেত্রে অনায়াসে খাটে। বইটি পড়তে বেশিক্ষণ সময় না লাগলেও রেশ থেকে যাবে অনেকদিন ধরে। মানবসমাজের সকল নিষ্ঠুরতাকে কটাক্ষ করলেও জীবন সম্পর্কে দিয়েছেন সবচেয়ে সত্য ধারণাগুলো খুব সহজেই।

মানুষ তো বৃক্ষ নয়। মানুষের জীবনও বৃক্ষের জীবন নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপমান, বঞ্চনা, কপটতাপূর্ণ পৃথিবীতে মানুষকে বসবাস করতে হয়। মানুষকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হয় বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকতে। যেখানে সর্বজনীন সমস্যাগুলোর নারী পুরুষ সমান অংশীদার নয়। যেখানে জীবন একটি যুদ্ধ, প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের। এইসব যুদ্ধ যে দুঃখ কষ্টের জন্ম দেয় তা নিয়েই মানুষ বেড়ে উঠে। মানুষ একসময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো যন্ত্রণাকে সঙ্গী হিসেবে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

"একজন পুরুষ মানে সম্মুখভাগে লেজবিশিষ্ট একজন মানুষ নয়, একজন পুরুষ মানে একজন ব্যক্তি। ব্যক্তি শব্দটি চমৎকার কারণ এতে নারীপুরুষ কোনো ভেদাভেদ নেই। তুমি হয়তো জানো, হৃদয় এবং মস্তিষ্কের কোনো নারী-পুরুষ ভিন্নতা নেই। ব্যবহারেও নয়।"
"পৃথিবীতে আসা একটি ঝুঁকির কাজ। কাজেই পৃথিবীতে এসে ঝুঁকি এড়ানোর আর কোনো পথ নেই।"
এছাড়াও পুরো বইয়ে মাথায় রেখে দেয়ার মতো আরো চমৎকার কিছু লাইন আছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৮

-আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

'হাত বাড়িয়ে দাও' বইটি লেখিকা ওরিয়ানা ফাল্লাচি রচিত বহুল আলোচিত একটি বই। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া একটি শিশুর অনাগত ভবিষ্যত, সামাজিক সীমাবদ্ধতা, পৃথিবীর জাগতিক নিপীড়ন, নারীর একপাক্ষিক জাগতিক বঞ্চনা (লেখিকার ভাষায়), যুদ্ধোত্তর ইতালির সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত একটি বই।

বইটি পড়া শুরু করে মন যত না আচ্ছন্ন হয়েছে, সমাপ্তিলগ্নে কিছু প্রশ্ন ও মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। আমাদের সামাজে একজন নারীকে বহুলাংশে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। নির্জন রাতে একটা কুকুর যেমন নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারে। কখনো কখনো একজন নারীর ক্ষেত্রে তা কল্পনাতীত। সমাজটা এমন হওয়া উচিৎ যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।পুরুষের যেমন অধিকার থাকবে তেমনিভাবে নারীরও থাকা চাই। তবে অধিকারকে অতিক্রম করে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে গেলে কিছু ক্ষেত্রে বাধে বিপত্তি।

আসলে আমার কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংজ্ঞাই স্পষ্ট না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ নির্যাতনকেও অস্বীকার করি কী করে। লেখিকার কাছে বিবাহ, বন্ধন, পরিবার, ভালোবাসা এসব তুচ্ছ। তার কাছে মাতৃত্বই মহান মনে হয়েছে। সে মাতৃত্বে বিবাহ বন্ধনের সার্টিফিকেট থাকুক আর নাই বা থাকুক।

লেখিকার আরেকটি উক্তি "কুমারিত্ব রক্ষাই যদি বড় ধর্ম হয় আমরা সবাই কুমারী থাকি না কেনো?" অর্থাৎ শারীরিক মিলনে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকবে কেনো। একথার সাথে একমত হতে পারলাম না। কেননা কুকুরও রাস্তায় প্রকাশ্যে মিলন করে। সেজন্যই কুকুর অসভ্য। আর মনুষ্য জাতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অপ্রকাশ্যে মিলিত হয় বলেই মনুষ্য জাতি সভ্য। নচেৎ মানুষ আর কুকুরে তফাৎ কোথায়?

বইয়ের একটা লাইন বেশি ভালো লেগেছে- "বিজয়ের চেয়ে বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর।"

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ০৯

-প্রার্থী ঘোষ

একজন মেয়ের মা হওয়ার অনুভূতি ও প্রতিদিন তার শরীরের ভিতর তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ভ্রুণ নিয়ে পুরো বইটি রচিত হয়েছে। মেয়েটি অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বে গর্ভ ধারণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে সন্তানকে আর পৃথিবীর আলো দেখাতে পারলো না।
মা আর ভ্রুণের কথোপকথন- গল্প আর পৃথিবী নিয়ে। পৃথিবীর মানুষ নিয়ে ধারণা দেওয়ার বিষয়টা বেশ ভাল লেগেছে। কোন সাপোর্ট না পেয়েও 'একলা চলো' নীতিতে থেকে ভ্রুণ নষ্ট না করার সিদ্ধান্তে বড্ড সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

শেষে নিজের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এতদূর এসে ভ্রুণটির প্রতি প্রচন্ড অবহেলা ও ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার বিষয়টি ভালো লাগেনি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১০

-ফরহাদ হাসান

ছোটো ছোটো পাতার ছোট একটি বই। এক বসায় শেষ করেছি। এক বসায় মানে এক বসায়ই। সেই বসাতেই পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখছি। শুধু আমি নই, যে-কারো পক্ষেই এমন করা সম্ভব। ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, ভালোলাগার মতোই একটি বই।

সমালোচনা করার মতো কিছু পাইনি। যে দু-এক লাইন নিজের বিশ্বাসের সাথে মেলেনি, যেমন "ঈশ্বরে আমার কোনো বিশ্বাস নেই" আমি গ্রহণ করিনি। তবে এক্ষেত্রে লেখকের বিশ্বাসের প্রতিও আমার অসম্মান নেই।

বিবাহ-পূর্ব শারীরিক সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারে অশ্রদ্ধা থাকলেও 'লেখিকা' নিজেই যে ব্যাপারে অনুতাপ করে লিখেছেন, "একজন পুরুষকে আলিঙ্গন করার পাপ কেন করেছিলাম।" একটি শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য একজন মায়ের যে আত্মত্যাগের বর্ণনা বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা শ্রদ্ধেয়।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১১

-সুলতানা ইয়াসমিন

মাত্র ৫৫ পৃষ্ঠার একটি বই। কী সংক্ষিপ্ত কাহিনী অথচ কী বিশাল বিস্তৃত তার জীবনদর্শন! কী গভীর তার চেতনাবোধ! বইটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একজন গর্ভবতী মায়ের অনাগত সন্তানের সঙ্গে কথোপকথনকে আশ্রয় করে। মূলত মা নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলেন। অনাগত সন্তানকে ঘিরে মায়ের যে আবেগাশ্রিত মানসিকতা, তার সাথে যখন কঠিন বাস্তবিক যৌক্তিকতা পাঞ্জা লড়তে যায়, সেক্ষেত্রে কী ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তহীনতা, কী কঠিন দ্বিধাগ্রস্ততা তৈরি হয়, তার বিবরণ পাঠককে নিশ্চয়ই ছুঁয়ে যাবে।

চিন্তাশীল পাঠক মাত্রই কিছু পুরোনো ভাবনা নতুন করে ভাবার অবকাশ পাবেন। তবে প্রচন্ড আশাবাদী বা জীবনের প্রতি অতি সরল বিশ্বাসী পাঠকের কাছে, এই বইয়ে নির্দেশিত চিন্তাধারা খানিকটা অমূলকও ঠেকতে পারে। ফাল্লাচি তার বইয়ে অলঙ্কৃত মনস্তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সুখ, স্বাধীনতা, ভালোবাসা এমনকি রক্তের টানকেও যত্ন সহকারেই অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও।

পুরো বইতে একজন গর্ভবতী মায়ের মনস্তত্ত্বকে ঘিরে যে দ্বিধাবোধকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, তা হলো- "ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপমান, বঞ্চনা ও কপটতাপূর্ণ এ পৃথিবীতে একজন মানুষ নিয়ে আসা কি ঠিক?" একদিকে এই ঘুণধরা নষ্ট পৃথিবী, যেখানে তার অনাগত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছে ক্ষুধা, যন্ত্রণা, অপমান, বঞ্চনা, অসুস্থতা, যুদ্ধ, দারিদ্র্য, কপটতা, অন্যায় আর অসংখ্য অসুন্দরের বেড়াজাল। অপরদিকে মাতৃসুলভ আবেগ যা আশা করে, এই পৃথিবীর আলো, বাতাস, সবুজের দেখা পাওয়ার, শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার, কলকল শব্দে হেসে ওঠার অধিকার তো তার অনাগত সন্তানের নিশ্চয়ই রয়েছে। সে অধিকার হরণ করাই বা কতটুকু ঠিক হবে?

মা তার গর্ভস্থ ভ্রূণকে গল্প শোনান। জীবনগল্প-জগৎগল্প। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর সুন্দর-অসুন্দরের গল্প, নারী-পুরুষ, বৈষম্য-বঞ্চনার গল্প। এ অদেখা পৃথিবীতে তার জন্য আরো কী কী অপেক্ষা করছে সমস্ত কিছুর গল্প। নিষ্ঠুর পৃথিবীর রূপকথা শোনা ভ্রূণটি, অবশেষে পৃথিবীর আলো দেখেছিল কি না জানতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে বইটি। অসাধারণ, অনবদ্য একটি বই। অত্যন্ত দ্রুপাঠের অবশ্যপাঠ্য এবং সুখপাঠ্য একটি বই। শক্ত গাঁথুনির অনুবাদ।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১২

-নাঈমা সুলতানা

এই বইটা মূলত একজন মা তার গর্ভে বেড়ে উঠা সন্তানের সাথে বলা কথার সংকলন। এই পৃথিবীতে আসলে তাকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। ছেলে হলে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বা মেয়ে হলে কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা নিয়ে মা তার গর্ভে বেড়ে উঠা সন্তানের সাথে একতরফা কথা বলে যাচ্ছেন।
আবার মা তার সন্তানকে বলে যাচ্ছেন, ভ্রূণের মধ্যে দিয়ে তার একটু একটু করে বেড়ে উঠার গল্প।এবং জন্ম দেয়ার পর মা তার সন্তানকে কী জবাব দিবে, তাকে কেনো এই পৃথিবীতে জন্ম দেয়া হলো। যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্রতা, খুন- খারাবি লেগেই থাকে। জীবন যে ফুলের বিছানা নয় বরং জীবন যে একটি সংগ্রাম সেই চিত্রটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এ ছাড়া আমাদের সমাজের অসাম্য জীবন ব্যবস্থা নিয়ে একজন অনাগত শিশুকে বলার মাধ্যমে এই গ্রন্থটিতে মায়ের উপলব্ধি ফুটিয়ে তোলা হয়। তবে শেষের ব্যাপারটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

খুব ছোট্ট কিন্তু চমৎকার একটা বই। পড়ে আসলেই ভালো লাগছে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৩

-অনন্যা বড়ুয়া

একজন কুমারী মেয়ের গর্ভে ভালোবাসার বীজ বপণ করে বাবাটি পালাতে পারলেও এর পরিণাম ভোগ করতে হয় মেয়েটাকেই। অবিবাহিতা মেয়ের গর্ভধারণে সমাজ তাকে কতোটা নিচু করে দেখেছে তা এ উপন্যাসে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা অকৃত্রিম। জন্মদানের গৌরব ও আনন্দের অনুভূতি প্রতিটি মেয়ের কাছেই অতুলনীয়। কিন্তু গর্ভধারণে যে আনন্দ অনুভূত হওয়ার কথা, মেয়েটির বেলায় তার উল্টোটা হয়েছে।

মা আর ভ্রুণের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। মা তার অনাগত শিশুকে শুনিয়েছেন এই পৃথিবীর নির্মমতা, দারিদ্র্য, অপমান, সংগ্রাম, বঞ্চনা, হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা, কঠোর বাস্তবতা। শুনিয়েছেন সমাজে মানবসৃষ্ট নিয়মের কথা। উপন্যাসে আরোও তুলে ধরা হয়েছে, সমাজে ছেলেমেয়ের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা সমান হয় না। ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে লেখিকা একজন ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এছাড়াও ভ্রুণের অবস্থান, অগ্রগতি, মাতৃত্বের অনুভূতি তুলে ধরেছেন। বইটি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। অল্প ভাষায় খুব সুন্দর করে লেখক গর্ভাবস্থা, মানসিক অনুভূতি, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৪

-ফাতেমা জাফর প্রিয়া

এক অবিবাহিত মা ও তার ভ্রুণকে নিয়ে লিখিত এই উপন্যাসের শুরুটাই হয়েছে মায়ের শঙ্কা নিয়ে- "গত রাতেই প্রথম টের পেলাম তুমি আছ, অসীম এক শূন্যতা থেকে আসা একটি ছোট জীবনবিন্দুর মতো। তোমার অস্তিত্বের এই আকস্মিক ঘোষণা আমাকে অভিভূত করল, বিস্মিত করল এবং বিদ্ধ করল একটি বুলেটের মতো। এক অজানা ভীতি আমার সারা শরীরে, সমগ্র সত্তায়। অন্যদের জন্যে এই ভয় নয়, আমি কাউকে পাত্তা দেই না। ঈশ্বরের ভয়ও নয়। ঈশ্বরে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। ব্যথার জন্যে আমার কোনো ভয় নেই... ভয় তোমার জন্যে। যেখানে এবং যেভাবে আসছ তার জন্যে তোমাকে স্বাগত জানানোর আগ্রহ আমার কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু জানতাম যে একদিন না একদিন তুমি আসবেই। আমার ভয়, যদি কোনোদিন তুমি চিৎকার করে প্রশ্ন করো- কেন তুমি আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এলে? কেন?"

গর্ভধারণ ও জন্মদান প্রক্রিয়াটি জৈবিক বা প্রাকৃতিক হলেও এটি সমাজ, ধর্ম ও কিছু নৈতিক নিয়মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল নিয়মের প্রতিকূলে গিয়ে বইয়ে একজন অবিবাহিত মা তার সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে চান এবং একই সাথে সেই সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা ভেবে অপরাধবোধেও ভুগতে থাকেন।

অপরাধবোধে ভুগতে থাকা মা তার 'চিন্তার সঙ্গী' বানিয়েছেন সেই ভ্রুণটাকে এবং জিজ্ঞেস করছেন তুমি কী হবে- ছেলে নাকি মেয়ে? তারপর একটু একটু করে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে মেয়ে হলে কী কী শোষণ, বঞ্চনা, নির্মমতা আর অবহেলার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আর ছেলে হয়ে জন্মালে কীভাবে ঝামেলা অনেক কম হবে, অন্ধকার রাস্তায় ধর্ষিতা হবার ভয় থাকবে না এইসবও ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি এটাও বলেছেন, ছেলে হয়ে জন্মালে দায়িত্বের বোঝাটাও বড্ড ভারী হয়। কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বও তখন যোগ হয়। এইপর্যন্ত মা আর ভ্রুণের কথপোকথন, গল্প বলা, মায়ের শঙ্কা, সন্তানকে নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা এই বিষয়গুলো বেশ ভাল লেগেছে।

কিন্তু শেষের দিকে এসে ভ্রুণটির প্রতি প্রচন্ড অবহেলা ও ইচ্ছেকৃতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার বিষয়টি বেশ বিরক্তিকর লেগেছে যার প্রভাব পড়েছে শেষের আবেগটুকুতে। এইটুকু অংশ না থাকলে উপন্যাসটি হৃদয়কে আরো বেশি নাড়া দিতো। ধর্মীয় বা লিঙ্গভিত্তিক মতাদর্শগত চিন্তা বাদ দিয়ে উপন্যাসটি পড়ে একজন মায়ের গর্ভকালীন অভিমান, অনুভূতি, শঙ্কা খুব করে অনুভব করা যাচ্ছিলো।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৫

-মো. মিরাজ

বইটি পড়ে সত্যিই হৃদয়ঙ্গম করেছি, হৃদয়ের কোণে কোথাও একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করেছি। খুব নাড়া দিয়েছে ভেতরটা, মনের অতল গহ্বর ছুঁয়ে গেছে।
কী লিখবো সবকিছু যেনো হারিয়ে ফেলেছি কিছুক্ষণের জন্য। তারপরও লিখছি, লেখিকা খুব সুন্দর করে একটা শিশু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে বেড়ে উঠে এবং শেষ পরিণতি কী হয়েছিলো তা অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, লেখিকার বর্ণনা যে কোনো মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে বাধ্য।

লেখিকা দেখিয়েছেন একজন নারী কিভাবে তার সকল ব্যথা বেদনা ভুলে বাচ্চার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। তাই তো নারীরা মা, নারীরা সম্মানের সুউচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। ঠিক এই কারণেই নারীরা খুব সুন্দরভাবে পুরুষের হৃদয়ে জায়গা করে আছে।

আজ নারীরা সবদিক থেকেই এগিয়ে, তারা এখন যেকোনো চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তারপরও পুরুষ শাসিত সমাজে তারা নির্যাতিত। আমি মনে করি নারীরা যেদিন থেকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই চালাতে পারবে সংসার সেদিনই এর অবসান হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারী তার থেকে একটু নিচের কারো সাথে সংসার বাঁধতে রাজী হয় না। পুরুষ ঠিকই তার থেকে কম পড়াশোনা কিংবা বেকার নারী বিয়ে করে। সবশেষে বলা যায় আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে, তাহলেই নারী মুক্তি তরান্বিত হবে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৬

-সানজিদা আক্তার

'হাত বাড়িয়ে দাও' ওরিয়ানা ফাল্লাচির লেখা Lettet to a Child Never Born এর বাংলা অনুবাদ। অনুবাদটি করেছেন আনু মুহাম্মদ। বইটিতে বিবাহবহির্ভূত নারীর সন্তান জন্ম দেওয়ার যে বিড়ম্বনা, সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যায় অবিচার, বিভিন্ন সামাজিক সংঘাত ইত্যাদি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বইটি পড়ার সময় জীবনের নানা সময়ের ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বারবার মনে পড়েছে। আমার বোনের মেয়ে হওয়ার পর আমি তার সাথে ছিলাম। ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র প্রাণকে প্রথম স্পর্শ করায় আমার যে অনুভূতি হয়েছিলো একজন মা যে তাকে পৃথিবীতে এনেছেন তার অনুভূতি নিশ্চিতভাবে হাজারগুণ বেশি। অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে কিছু কোষগুচ্ছ, ধীরে ধীওে তাদের বেড়ে ওঠা, পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি সহজ নয়। তার সাথে সেই শিশুটি যদি পরিবার সমাজের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হয় তাহলে পরিস্থিতিটা একজন মায়ের জন্য আরো ভয়াবহ হয়। একটি শিশুর জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে যদিও নারী পুরুষের সমান ভূমিকা। কিন্তু দুঃখ বা দোষ কিংবা চারপাশের মানুষের কটাক্ষ একমাত্র মাকেই সহ্য করতে হয়। এইক্ষেত্রে আনন্দটা রূপ নেয় বিষাদে আর পথচলাটা তখন মায়ের জন্য হয়ে উঠে কষ্টকর। তবে সমাজের কিছু অন্যায় অবিচার ছাড়াও কিছু ত্যাগী পিতা কিংবা সহনশীল বহু প্রিয়জন আছে যাদের জন্য আমাদের পথচলাটা এতটা সুন্দর। তাই লেখিকার মতো আমার সমাজের নিয়মকানুনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা স্রষ্টায় অবিশ্বাস জন্ম নেয় না। আর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি আমার মনোভাব যা ইচ্ছে করে তা করতে পারা নয় বরং আমার ন্যায্য অধিকার এবং মর্যাদারই প্রত্যাশী আমি। এই দিকটি বাদ দিলে পুরো বইয়ে একজন মায়ের অনাগত সন্তানের সাথে কথোপকথন, তাকে উপদেশ দেয়া, তাকে অনুভব করা আদতে নিজেকে নিজের অনুভব করা। মায়ের ভেতর বেড়ে উঠা ভ্রুণকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই, কিংবা আত্মার বিষয়গুলো ভীষণ মন ছুঁয়ে গেছে।

বইটা শেষ করার পর একটা কথাই মাথায় আসছিলো বারবার- 'জীবনের কষ্টগুলোকে জয় করতে পারলে আর অন্যের অধিকারের প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হলে জীবনটা আসলেই সুন্দর।'

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ১৭

-ফাহিমা আহমেদ

এই উপন্যাসে একজন অবিবাহিত মা আর তার ভ্রূণের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। একজন মা তার অনাগত সন্তানকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তাকে পৃথিবীতে আসতে দিবেন কি দিবেন না। অবশেষে সমাজ-সমালোচনার পরোয়া না করে সিদ্ধান্ত নেন যে, সন্তানটিকে তিনি পৃথিবীতে আসতে দিবেন। কারণ তার মা যেভাবে চায়নি তিনি পৃথিবীতে আসুক, ঠিক তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। আবার চিন্তা করেন এই কণ্টকাকীর্ণ পৃথিবীতে আনার পর তার অনাগত সন্তান যদি এমন প্রশ্ন করে বসে, 'কেন তুমি আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এলে? কেন?'

প্রশ্নের উত্তরও মা ঠিক করে রাখেন- 'হাজার হাজার বছর ধরে বৃক্ষেরা যা করেছে আমিও তাই করেছি।'

ডাক্তার যখন তাকে বলে, 'কংগ্রেচুলেশন ম্যাডাম'।

তিনি বলেন ম্যাডাম নয় 'মিস' তখন ডাক্তার ও নার্সের ব্যবহার বদলে যায়।

তিনি তার গর্ভের সন্তানকে মেয়ে হলে পৃথিবীতে তার কী কী করণীয় সেগুলো নিয়ে তার সাথে কথা বলেন। কীভাবে সমাজের নারীবিদ্বেষী অদ্ভুত সব নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সেসব কথা বলেন। আর যদি ছেলে হয় তবে সমাজে তার দায়িত্ব-কর্তব্য হবে দ্বিগুণ। ছেলে বা মেয়ের তুলনায় লেখক 'ব্যক্তি' শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তাদের কাজ কী হবে সেগুলো নিয়েও সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এ বইয়ে।

তিনি তার গর্ভের ভ্রূণটিকে গর্ভে এবং পৃথিবীতে তার স্বাধীনতার কথা বলেন। পৃথিবীতে এলে কীভাবে মর্মে মর্মে তার বুঝতে হবে যে, 'স্বাধীনতা কী!'।

আর তার কতগুলো প্রভু থাকবে যারা তার উপর অনেক কিছুই চাপিয়ে দিবে এবং এর শুরু হবে তার মায়ের কাছ থেকে।

ভ্রুণটি যখন মারা যায় তখন তিনি তার সাথে ম্যাগনোলিয়া গাছের ফুল তুলতে চায়, তার হাত ধরতে চায়। ভ্রুণটিকে যখন স্বচ্ছ কাচের পাত্রে রাখা হয় তিনি ভাবেন, 'তুমি নারী পুরুষ কিছুই হতে পারোনি। হয়তো এটাই জীবনের ধারাবাহিকতা'।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ